শ্রীনাম-মহিমা।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্যাখ্যাত।

কালনা
ভক্তি গ্রন্থ প্রচারাশ্রম
শ্রীগোপেন্দ্রভূষণ বিদ্যাবিনোদ
প্রকাশিত।

※

শ্রীচৈঃ ৪২৪ অব্দ।

মূল্য ॥০ আট আনা।

Printed & Published
BY
Gopendu Bhushan Banerjee
AT THE
BISSAMBHAR PRESS
KALNA

উৎসর্গ।

স্বধর্ম্মনিরত

রাজর্ষি রায় শ্রীল শ্রীবনমালী রায়

বাহাদুর নামভজনানন্দেষু।

রাজর্ষে,

আপনি নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবতায় পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীভগবানের নামতত্ত্বের রসাস্বাদনে আপনারই উত্তমাধিকার। অতএব এই শ্রীনামমহিমা আপনারই করকমলে অর্পণ করিলাম। ইতি

বিনয়াবনত

শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মা।

নিবেদন।

⁂

এই তামস কলিযুগে শ্রীহরিনামসাধনই জীবের ভববন্ধনমোচনের এক মাত্র উপায়। শ্রীভগবানের নামের মহিমা প্রচার জন্যই শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিশাস্ত্র রাজিসমূহের প্রকাশ। আমি সেই অমৃত-সিন্ধুর এক বিন্দু লইয়া আপনাদের দ্বারে উপস্থিত। মদীয় ব্যাখ্যা-বক্তব্যের ত্রুটী উপেক্ষা করিয়া, উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিবেন। নিদ্রিত গৃহস্থকে দ্বারস্থ সারমেয় বিপদ কালে যেমন জাগাইতে প্রয়াস পায়, আমিও তদ্রূপ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিবৃন্দকে শ্রীহরিচরণারবিন্দে অভিমুখী করিবার জন্য এই কর্কশ চীৎকার করিলাম। ফলদাতা ভগবান্, তিনি প্রসন্ন হউন, ইহাই প্রার্থনা।

দীন ব্যাখ্যাতা।

২১৯১

বন্দনা।

জয় জয় গোরাচাঁদ
রসিক-শেখর।
করুণাবরুণালয়
পরম সুন্দর॥
ভবান্ধ জনেরে দিলা
নামের কিরণ।
কলি উপহত যত
তারিলে ভুবন॥
জয় নিত্যানন্দ জয়
নাম-রস-দাতা।
জয় শ্রীঅদ্বৈতদেব
মঙ্গল বিধাতা॥
জয় জয় জগদীশ
যশোড়াধিপতি।
যার শিষ্য ভগবান্
আচার্য্য সন্ততি॥
জয় শ্রীবৈষ্ণবগণ
দয়ার ঠাকুর।
কৃপা করি কর সব
অপরাধ দূর॥
সবার চরণে মোর
কাতর প্রার্থনা।
হউক শ্রীনামরসে
রসিত রসনা॥

শ্রীশ্রীনাম-মহিমা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বন্দেঽহং নিখিলানন্দং শ্রীচৈতন্যং দয়ানিধিং।
যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ॥

যে পরম দেবতা তামস কলিযুগকে ধন্য করিয়া হরি-নামামৃত-রসে জগৎ সিক্ত করিয়া গিয়াছেন, সেই সর্ব্বাভীষ্ট-পূরক—সকল-মঙ্গলালয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি;—যাঁহার পবিত্র নাম শ্রবণমাত্র নরগণ তৎক্ষণাৎ চিত্ত-শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।

হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রি প্রভৃতি অমল প্রমাণমূলক শাস্ত্র সকল সমুচ্চ-কণ্ঠে বলিতেছেন,—কলিযুগে হরিনামই জীবের এক মাত্র গতি। শাস্ত্র ত্রিসত্য করিয়া এই বাক্য সমর্থন করিয়াছেন। কলিযুগে হরিনাম সার, হরিনাম বিনা জীবের গতি নাই আর।

জয়জয়ন্তী—চৌতাল।

কৃষ্ণনাম পরম মন্ত্র, বেদ কি বেদান্ত-তন্ত্র,
সকলি তাঁর তিনি স্বতন্ত্র
যন্ত্রী-যন্ত্র সেই।

বিশ্ববিভু প্রভু সনাতন, পালয়ে জগজ্জীব অগণন,
সঁপ তাঁরে তনু-মন-ধন,
সাধু বচন এই।

জপ তপ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ জগত শ্রেষ্ঠ ইষ্ট,
নাম স্মরণে কষ্ট নষ্ট
স্পষ্ট প্রমাণ দেই।

নাম সার ধর্ম্ম কর্ম্ম, নাম গতি মুকতি-ব্রহ্ম,
নামে স্মর জন্ম জন্ম
ভকত বৃন্দ যেই।

নামের কাঙ্গাল দয়াল ঠাকুর নিমাই আমার চতুষ্পাঠীতে বসিয়া করতালী-তালে এই নাম গান করিতেন ;—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥

প্রভু আমার নিজের নাম নিজে কীর্ত্তন করিতেন, আর চতুষ্পাঠী নামামৃতে প্লাবিত হইত। সহাধ্যায়ীরা তর্কের তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ ত্যাগ করিয়া নাম রূপ তামরসে বিভোর হইতেন। চতুষ্পাঠী হইতে চতুষ্পাঠী অন্তরে নামের মঙ্গলধ্বনি উত্থিত হইত, জাহ্নবী-কল্লোলে—পবন-হিল্লোলে —বিশ্বচরাচরে নামসুধা উছলিয়া পড়িত।

আমার দয়াল নিতাই যখন নাম ধরিয়া নগর-ভ্রমণে বাহির হইতেন, তখন পাষণ্ডী যবনও পাগলপ্রায় ইতস্ততঃ

ছুটাছুটী করিত। রামনামে দুঃখ হ'রে কৃষ্ণনামে সুখ পায়,—এ তত্ত্ব চারি শত বৎসর পূর্ব্বে নদীয়ার ঘরে ঘরে; বঙ্গের নগরে নগরে, ভারতের দেশে দেশে উদ্‌ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। প্রভু যখন ঝাড়খণ্ডীর বনপথে নাম করিতে করিতে পশ্চিম যাত্রা করেন, তৎকালে বনের হিংস্রক জন্তুও নামের মহিমায় মুগ্ধ হইয়াছিল।

নাম সত্য, নাম নিত্য, নাম চৈতন্যস্বরূপ। হেলায় শ্রদ্ধায় যে কোন রূপে একবার নাম লইলেই জীব কৃতার্থ হইয়া থাকে। অজামিলের উপাখ্যানই ইহার প্রকট দৃষ্টান্ত। চিরজীবন-পাপাচারী ব্রাহ্মণকুল-পাংশুল অজামিল অপত্যস্নেহে অনুজপুত্রের নাম "নারায়ণ" ডাকায়, তাহার শমন-ভবন-গমন নিবারণ হইয়াছিল। ঘোর পাপাসক্ত জগাই-মাধাইয়ের কথা কে না জানে? নামের প্রভাবে সেই মদ্যপ-দ্বিজকুলগ্লানি ভ্রাতৃদ্বয়ের কত না পরমা গতি লাভ হইয়াছিল!

কলি অতি ভীষণ যুগ। বর্ণাচার এ সময় টলটলায়মান। যাগ-যজ্ঞের উপকরণ আহরণ একবারেই অসম্ভব। ধর্ম্ম তাঁর সবে মাত্র একপাদ। সেই একপাদ শুদ্ধ সত্যে প্রতিষ্ঠিত। কালমাহাত্ম্যে সত্যও এখন ছলনায় পরিপূর্ণ। ভাই হে! এ যুগে আর নাম ব্যতীত জীবের গতি মুক্তি হয় কি? ভয়াল বিক্ষুব্ধ ভবসমুদ্রে নামই একমাত্র ভেলা। কেহ হেলা করিয়া এই নাম লইলে

ভুলিও না! তুমি এখন পরপদানত,—পরদাসত্বে বিব্রত, তোমার কি আর অন্য উপাসনার অবসর আছে?—তোমার এখন হস্তপদ সবই যে বাঁধা, তুমি মনে করিলে কেবল মুখে পাপ-তাপহারী রাধানাথের নাম অনায়াসে করিতে পার। ইহার জন্য না ভক্ত কবি গাহিয়াছেন;—

ভেইয়া রাম ভজন ক্যা ভারি?
হাতমে তেরা কাম চালাও হো
মুমে বাতাও ধনুধারী।

নাম-মহিমা তোমরা জান তো ভাই?—নামের প্রভাব তোমরা শুনিয়াছ তো ভাই? জানিয়া শুনিয়া তবে তোমরা এমন মধুমাখা নাম লইতে অলস হও কেন? যখন জীবের পাপভার বৈধ প্রায়শ্চিত্ত অতিক্রম করিয়া অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে, তখন এই নামই তাহার এক মাত্র পরিত্রাণের পথ। কেন এ কথা কি আজ নূতন শুনিতেছ? ঘোর পাপাচারী চোর রত্নাকরের ইতিহাস কি তোমাদের অবিদিত আছে? ব্রাহ্মণাত্মজ হইয়া যখন ব্রহ্মহত্যা নর-হত্যা প্রভৃতি গুরুতর পাপে রত্নাকর অন্ধ হইয়া উঠে, তখন ব্রহ্মা কৃপাপরবশত তাহাকে কি প্রাণারাম রামনাম দিয়া কৃতার্থ করেন নাই?

পাপেরই কি প্রাদুর্ভাব কম? রত্নাকরের রসনাতে কি সহজে রামনাম উচ্চারিত হইয়াছিল? পাপে মজিলে নামেও রুচি থাকে কি? রুচি তো দূরের কথা—রসনাও

তো বটে না। তাহার জন্যই তো রত্নাকরকে কত সহস্র বৎসর "মরা মরা" জপিতে হইয়াছিল। তারপর না রামনাম ফুটে। পাপ প্রবল বটে, কিন্তু নামের কাছে নহে। মহাকায় মাতঙ্গ যতই বলশালী হউক, সিংহের নিকট সে সর্ব্বদা দমনীয়। আলো না থাকিলেই অন্ধকারের প্রতাপ। যত দিন রত্নাকর নাম ভুলিয়া সংসার-সেবায় লিপ্ত ছিল, তত দিনই পাপ তাহার উপর প্রভুত্ব করিত, কিন্তু, যে দিন হইতে তাহার চিত্তগুহায় রামনাম-রূপ সিংহশিশু প্রবিষ্ট হইল, সেই দিন হইতেই পাপ আর তার ত্রিসীমায় যাইতে পারে নাই।

পুরাণ-প্রসঙ্গ কত বলিব? ইতিহাস পুরাণের কত প্রমাণ চাই? যে শাস্ত্র যে প্রসঙ্গ পাড়িবে, তাহাতেই নামের মহিমা উজ্জ্বল অক্ষরে বিরচিত। নাম তারকব্রহ্ম। শাক্ত হও, শৈব হও, আর বৈষ্ণব হও, শেষ দিনে পথের সম্বল এই নাম। তাই বলি ভাই, যখন নাড়ী ক্ষীণ হইবে, দৃষ্টি হীন হইবে, সকলে তোমার পারত্রিক মঙ্গলের জন্য নাম করিবে, তুমি তখন যে বাক্‌রোধ হইয়া বিষম বিপদগ্রস্থ হইবে। মৃত্যুর দিন-ক্ষণ নাই,—এখনও সবল আছ,—এখনও অনায়াসে নাম গান করিতে পার, এই সময় অহরহ নাম জপিয়া লও। এমন সুযোগ আর পাইবে না। এই সময় শয়নে-স্বপনে-জাগরণে গাও;—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ !
হরেকৃষ্ণ হরেরাম শ্রীরাধাগোবিন্দ !

সত্য, ত্রেতা দ্বাপর, কলি চারি যুগেই শেষের সম্বল হরিনাম। হরিনাম জীবনে অমৃত—মরণে অমৃত। এই নামের কি অদ্ভুৎ শক্তি, ইহার মধ্যে যে কি তাড়িৎ প্রবাহ, যিনি কায়মনে একবার নামের শরণ লইয়াছেন, তিনিই তাহা বলিতে পারেন। নামই নাম-গ্রহণের উত্তর সাধক। বিষয়-বাসিতচিত্তে হঠাৎ নামের জ্যোৎস্না না ফুটিতে পারে। তখন সাধু ভক্তের কাছে নাম শুনিতে হয়। সেই শ্রবণের ফলে রসনায় নাম আপনি আইসে। তখন তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায়—হরিনাম অমৃত কি না। রসনা তো প্রিয়তমাকে নানা প্রীতির ভাষায় সম্ভাষণ করিয়াছে,—পুত্র কন্যাকে কত সোহাগের বুলি বলিয়াছে,—বিষয়-ব্যবহারে কত কলা-কৌশল ব্যক্ত করিয়াছে, কিন্তু নাম লইয়া জিহ্বা আজ যেমন সরস,—আজ যেমন সুখী, ঐ সকলে কোন দিন সে তাদৃশ সরস, তাদৃশ সুখী হইতে পারিয়াছে কি? পারে নাই বলিয়াই সাধু-শাস্ত্রেরা হরিনামকে অমৃতের সঙ্গে উপমা দিয়া গিয়াছেন। অমৃতেও গরল থাকিতে পারে, নাম কিন্তু সর্ব্বদা সুধাস্বাদ। গাও ভাই ব্রহ্মবিৎ গাও! তোমার গান বড় মিষ্ট লাগে—

নাম তোমারি পুণ্যধাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ধ্যেয়শ্চিন্তামণি নাম চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
যস্য প্রভা প্রভাবেণ ত্রায়তে সর্ব্বকিল্বিষাৎ ॥

হে সংসার সন্তপ্ত জীব! চৈতন্যরসময় চিন্তামণি নাম ধ্যান কর। নামের প্রভাবে তোমার সকল পাপ, সকল তাপ বিদূরিত হইবে। কলিযুগে নাম গানেই ভগবানের উপাসনা। তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ গাহিয়াছেন ;—

কৃতে যৎ ধ্যায়তো বিষ্ণো স্ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥

সত্যে ধ্যান ধারণা, ত্রেতায় যাগযজ্ঞ, দাপরে পরিচর্য্যা এবং কলিতে কেবল হরিনাম। ভাই কলির জীব! তোমাদের প্রতি ভগবানের বড় কৃপা। তোমাদিগকে কোন কঠোর তপস্যা করিতে হইবে না, কোন অর্থ ব্যয় করিতে হইবে না, কোন উপকরণ–উপচার সংগ্রহের জন্য বিব্রত হইতে হইবে না, তোমরা কেবল প্রাণ ভরিয়া এক বার কৃষ্ণ কীর্ত্তন করিলেই এই ভব কারাগারের দায় হইতে খালাস। বল দেখি ভাই একি কম দয়া, কম অনুগ্রহ?

কিং তাত বেদাগমশাস্ত্রবিস্তরৈ-
স্তীর্থৈরণেকৈরপি কিং প্রয়োজনম্?
যদাত্মনোবাঞ্ছসি মুক্তিকারণম্।
গোবিন্দ গোবিন্দ ইতিস্ফুটং রট ॥

ভাই! ভক্তিশাস্ত্র-শিরোমণি লঘুভাগবতামৃত বলিতেছেন, হে তাত! বিপুল বেদাগম শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? বহু তীর্থাটনেরই বা আবশ্যকতা কোথা? যদি মনে মনে যথার্থ মুক্তি বাঞ্ছা হইয়া থাকে, তবে স্পষ্ট করিয়া গোবিন্দ গোবিন্দ এই নাম উচ্চারণ করুন। কি সুযোগ, কি সুবিধা! হায় হায় কলির জীব, এমন হরিনাম লইতেও তোমার আলস্য? উঠ, জাগ্রত হও, ঐ শুন দয়াল নিত্যানন্দ তোমার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছেন।

ডাকিছে নিতাই,—পারে কে যাইবি আয় রে।
গৌরহরির চরণতরি ভবের কিনারায় রে।
পাপী তাপী, শোক-বিলাপী, যে আছ ধরায় রে,
ওরে যে তরিতে চায় রে,
গৌর তারেই যে তরায় রে,

এ শুভযোগ এমন সুযোগ ছেড় না হেলায় রে।
পারে যেতে, ইহা হ'তে কি আছে উপায় রে?
ওরে তরিবি কৃপায় রে।
দেখ জীবন ফুরায় রে॥

ভবের খেলা মোহ মেলা ছাড় বেলা যায় রে
সুতজায়া স্বপন ছায়া, সকলি বৃথায় রে!
ভবে কেহ কারো নয় রে,
এ সব মিছে মায়াময় রে,

মায়া মঞ্চ ভূত পঞ্চ প্রপঞ্চে ভুলায় রে।
কার্যনাশা হেথায় আসা, বেদের বাসা প্রায় রে।
মনে জানিও নিশ্চয় রে,
সব ভোজের বাজী প্রায় রে॥

তাই সব, করুণা-বরুণালয় নিতায়ের আহ্বান শুনিলে ত? চারি শত বৎসর পূর্ব্বে নিতাই আমার ন'দের পথে পথে এই আহ্বান করিয়া গিয়াছেন; আজিও তাহার ঝঙ্কার রহিয়াছে। এখনও নদীয়ায় গেলে সে ঝঙ্কার কানের ভিতর দিয়া প্রাণ স্পর্শ করিয়া থাকে। ধন্য নিতাই, ধন্য তাঁর আহ্বান, আর ধন্য তুমি কলির জীব? কৈ ভগবান তো তোমার মত কাহাকেও কখন এমন ভাবে যাচিয়া যাচিয়া অদের নাম দেন নাই? তুমি কি এত আহ্বানে এত অনুগ্রহেও নাম লইতে বিস্মৃত হইয়া অসার বিষয়ে মজিয়া রহিবে? ধিক্ তোমাকে ধিক্! ধিক্ শত ধিক্!!

নামের মহিমা চিরদিন। ভগবান কিন্তু আচণ্ডালে কখনও এমন করিয়া নাম-সুধা বিতরণ করেন নাই। পূর্ব্বে কেবল জ্ঞানগুরু শিবই নাম মহিমা বুঝিয়াছিলেন। তাই পঞ্চবক্ত্র পঞ্চবদনে নিরন্তর ঐ নাম গান করিতেন। দেবর্ষি নারদও বহু জন্মান্তরের সাধনার পরিণামে এই হরি নামের স্বাদ পাইয়াছিলেন। তাই ভগবানের অগন কৃপাভাজন হইয়াও তিনি কোন প্রার্থনা করেন নাই, কেবল বীণা বাঁধিয়া দিবাযামিনী হরিধ্বনি করিয়া ত্রিভুবন পাবন করিতেন।

নাম প্রবর্ত্তকের সর্ব্বস্ব, সাধকের সর্ব্বস্ব, সিদ্ধের সর্ব্বস্ব;

ব্রহ্মাদি দেবতারও দুর্লভ। এই নামমহিমা জানিবার জন্য চতুঃসন অসার সংসার ত্যাগ করিয়া চিরকাল যোগ ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন! নাম ঘনানন্দ, নাম মধুর হইতে সুমধুর। তান-লয়ে নাম গান করিলে পাষাণও দ্রব হইয়া যায়। এমন নাম যে না লয়, সে কি পাষাণ অপেক্ষাও পাষাণ নহে? কাত্যায়ণ সংহিতা গাহিতেছেন,—

ন নাম সদৃশং জ্ঞানং ন নাম সদৃশং ব্রতং
ন নাম সদৃশং ধ্যানং ন নাম সদৃশং ফলং।

নামের সদৃশ জ্ঞান নাই, নামের সদৃশ ব্রত নাই, নামের সদৃশ ধন নাই, নামের সদৃশ ধ্যান নাই, নামের সদৃশ অভীষ্টদায়ী ফল নাই। বস্ আর কি চাও বল দেখি।

আবার শুনিবে,*নাম মহিমা আবার শুনিবে? ধারণা করিতে পারিবে তো? এ যে তোমার আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণা হইবার মত নহে। এ যে মহতো-মহীয়ান্ ব্যাপার। ধারণা হয় না বলিয়াই তো বিশ্বাস হয় না। নচেৎ আজ নাম-বন্যায় জগৎ প্লাবিত হইতে বাকি থাকিত কি? নাম দীপ্ত সূর্য্য সদৃশ হইলেও তোমার মনের উপর মায়া-মেঘে যে তাহা ঢাকা পড়িয়া আছে। তাই তো তুমি তাহা দেখিতে পাও না। তুমি পাও বা না পাও, তোমার বরেণ্য শাস্ত্র কিন্তু বলিতেছেন—

গো-কোটী-দানং গ্রহণে চ কাশী,
মাঘে প্রয়াগে কোটী-কল্প-বাসী।

সুমেরু তুল্যং হিরণ্য দানং,
নহি তুল্যং নহি তুল্যং গোবিন্দ নাম।

ওঃ কি মহিমা! নামের মহোচ্চতাই বা কত! কর্ম্ম-কাণ্ডের যে সব চরম ব্যাপার, এক মাত্র গোবিন্দ নামে জীব সকলে হস্তামলকের মত তাহা হস্তে পাইয়া থাকে। হায় হায়! এমন নাম লইতেও তোমার অরুচি। তুমি কনক আর কান্তার মজিয়া এমন নাম লইতে ঔদাস্য দেখাইতেছ। ছি! ছি! তোমাকে আর কি বলিব বল। তোমার বড়ই দুর্ভাগ্য।

চেতো দর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং।
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং॥
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং।
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনং॥

শুনিলে ভাই শুনিলে, নামের গুণ শুনিলে? নাম চিত্ত-দর্পণের ময়লা মাটী ধৌত করিয়া নির্ম্মল করে, নাম ভব-মহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণের অমৃতভাণ্ড নামে অশেষ কল্যাণকৈরবিকা বিচ্ছুরিত হয়, নাম বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ। নাম, আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধক, নাম গানে প্রতি পদেই পূর্ণামৃতের আস্বাদ, নাম সর্ব্বাত্ম তৃপ্ত করিয়া সর্ব্বোপরি বিরাজিত। নামের এই সব গুণ কি কথার কথা। এরূপ মিথ্যা প্রবোধ দিয়া লাভ কি? ঋষিরা কি স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন অভীষ্ট সাধন উদ্দেশ্যে এই নাম মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন?

ইহাতে কি ব্রাহ্মণদের দুই পয়সা উপার্জ্জনের কথা আছে? এমন অনায়াস লভ্য নাম লইতে যদি তোমার রুচি না হয়, তবে জানিও তুমি জাহান্নমে গিয়াছ। এখনও সাবধান, এখনও সময় আছে,—নাম লইতে উপেক্ষা করিও না। হস্তে সংসারের কাজ কর, আর মুখে গাও—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বপাপবিনাশায় সর্ব্বাপদুঃখশান্তয়ে।
স্মরতাং নিয়তং ভক্ত কৃষ্ণেতি অক্ষরদ্বয়ং॥

ভাই হে! সংসারে পাপের জ্বালাই বড় জ্বালা। ইহার বিষেই জীব সব জর্জ্জরিত। এই পাপের দাবদাহে দগ্ধ হইয়াই জীব সারা জীবন শান্তির জন্য ছুটাছুটী করে, কিন্তু শান্তিলাভ করিতে পারে না। শান্তিনিকেতন ছাড়িয়া সংসারে শান্তি লাভের চেষ্টা করিলে কি তাহা পাওয়া যায়? মরুভূমিতে কি কখনও সুপেয় সুশীতল বারি মিলিতে পারে? যদি সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইতে

চাও, যদি সকল আপৎ শান্তির বাসনা থাকে, তবে নিয়ত কৃষ্ণ এই অক্ষরদ্বয় গান কর।

নাম সংকীর্ত্তনের সামান্ত মাহাত্ম্য শুনিবে? শুনিয়া দেখ দেখি, ইহার ভিতর কেমন আশার বাঁশরী বাজিতেছে। খৃষ্টানেরা যে পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা বলেন, এই নাম সাধনের কাছে তাহা লাগে কি? এই সব ঋষি-বাক্যে তুমি বিশ্বাস না করিবে কেন? এখনও ত তুমি হাতে কলমে ইহার পরীক্ষা লইতে পার। নামের সাধনে কো দেশকালপাত্রের বাধা নাই। তুমি তো এখনও নাম লইয়া বুঝিতে পার, চিত্তের কত উল্লাস হয়। অন্তরের অন্তর হইতে কে কেমন বলিয়া পাঠায় তুমি নিষ্পাপ। তোমার হৃদয়ে কত বল আইসে,—অকর্ম্মে কেমন অরুচি হইয়া দাঁড়ায়।

হে পাপী তাপী শোকবিলাপী জীব! তোমার মুখ মলিন কেন? তুমি গুরুতর পাপাচরণ করিয়া কি এমন হতাশ হইয়া পড়িয়াছ? শাস্ত্রের শাসনবাক্য শুনিয়া কি তুমি আজ এমন অবসন্ন? ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই, নামের সাধন কর, ভয় নাই। ঐ দেখ, নাম বরাভয় লইয়া তোমার সম্মুখে মূর্ত্তিমান্! তুমি একবার কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণ এই বর্ণদ্বয় উচ্চারণ কর, তোমার সকল পাপ নষ্ট হইবে—তোমার সকল অনর্থ বিদূরিত হইবে,—

তোমার সর্ব্বশুভোদয় হইবে, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের উল্লাস হিল্লোল উঠিবে—এক কথায় তুমি কৃতার্থ হইবে।

নামকারীর সহায় স্বয়ং ভগবান্। শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—অর্জ্জুন! যে জীব আমার নাম লইয়া থাকে, তাহার নাম আমার হৃদয়ে গাঁথা থাকে। নাম সর্ব্বময়, নাম সর্ব্বশক্তি, নাম আদি, নাম অন্ত, নাম অনাদি অনন্ত। নামের তুল্য পুণ্য নাই, নামের তুল্য গতি নাই, নামের তুল্য ত্যাগ নাই, নামের তুল্য শম শান্তি কিছুই নাই। নাম পরমা প্রীতি, নাম পরমাগতি নাম পরমা স্থিতি, নাম পরমা ধৃতি। নাম জীবের কারণ, নাম পরম গুরু, নাম পরম প্রভু, নাম-কীর্ত্তনকারীর কাছে, ভগবান্ চির দিন ঋণী রহিতে প্রতিশ্রুত।

নামে কত পাপ হরে শুনিবে? পাপীর পরিত্রাণের এরূপ সহজ উপায় আর কোন ধর্ম্ম আছে কি? গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা, নরহত্যার যত মহা পাপ, এই নাম প্রভাবে অনায়াসে নষ্ট হয়। গুর্ব্বিণীগমন অগম্যাগমন প্রভৃতি যৌন ব্যাভিচার এক মাত্র এই নামেই খণ্ডিত হইয়া থাকে। স্ত্রীহত্যা, পিতৃহত্যা, সুরাপান প্রভৃতি যে সকল পাপ মানুষকে পশুত্বে পরিণত করিয়া কোটী কল্প নরকে নিপাতিত করে, একমাত্র গোবিন্দ নামই তাহাদের উদ্ধারকর্ত্তা।

হত্যাযুতং পানসহস্রমুগ্রং
গুর্ব্বঙ্গনাকোটীনিষেবণঞ্চ।
স্তেয়ান্যনেকানি হরিপ্রিয়েণ
গোবিন্দনাম্না নিহতানি সদ্যঃ॥

স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যেচ পাতকিন পরে।
সর্ব্বেষামপ্যঘবজমিদমেব সুনিষ্কৃতং
নাম ব্যাহরণং বিষ্ণো যতো তদ্বিষয়া মতি॥

যদি দুরদৃষ্ট বশতঃ স্ত্রীহত্যা, পিতৃহত্যা, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি অযুত হত্যায় কেহ লিপ্ত হইয়া থাকে, যদি উগ্র-বীর্য্য সুরাপানে কেহ সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া আত্মা কলুষিত করিয়া থাকে, যদি অসংখ্য গুর্ব্বা-ঙ্গনা গমন জনিত পাপে কেহ মজিয়া থাকে, যদি কোন দুর্ভাগ্য জীব গুরু ও মিত্রের ধন অপহরণ করে, দস্যু-তস্করতাতে প্রবৃত্ত হয়, তবে সেই অনন্যগতি—সেই ঘোর পতিতের গতি, এই হরিনাম—এই গোবিন্দ নাম। এমন গতিমুক্তি—এমন পাপীর প্রতি অহৈতুক অনুগ্রহ, কুত্রাপি অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় কি? এ নামে যার রুচি নাই, তাহাকে কি বলা যায় বল দেখি? এমন সুসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত থাকিতে সারা জীবন অনুতাপে দগ্ধ হইয়া ঋষিগণের কথায় কে প্রায়শ্চিত্ত করিতে যায়?

অগাধ অনন্ত হিন্দু শাস্ত্রের কত প্রমাণ উদ্ধৃত করিব বল! এমন পাপ কি আছে, যাহা কৃষ্ণ নামে নষ্ট না হয়?

ইহারই জন্য এক জন কবি গাহিয়াছেন—

এক কৃষ্ণনামে ভাই, যত পাপ হরে
পাপী হ'য়ে তত পাপ করিতে না পারে।

এ পয়ার যে হিন্দু শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম লইয়া বিরচিত, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামী নাম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যে সব প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা মহার্ঘ রত্ন বিশেষ। সেই সকল ঋষিবাক্য নিবন্ধকারের ধৃত পুরাণাদি হইতে সমুদ্ধৃত। সে সম্বন্ধে বিসম্বাদ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। এমন প্রমাণসিদ্ধ এমন সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ নাম লইতেও লোক বিরত কেন? কৈ হিন্দুর কোন শাস্ত্রে নাম গ্রহণের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা আছে কি?

হিন্দুর বহুল শাস্ত্র, নানা মতবাদ, কিন্তু নাম গ্রহণ পক্ষে সব ঐক্য। সকলেই এক বাক্যে বলিয়াছেন—

জপাৎ সিদ্ধি র্জপাৎ সিদ্ধি
র্জপাৎ সিদ্ধি ন সংশয়ঃ।

তাই বলি, সকলে নাম লও, নাম জপ, নাম কীর্ত্তন কর।

কি বিড়ম্বনা, সকাল সন্ধ্যায় এমন মধুর হরিনাম করিতেও মন উঠে না! যখন প্রভাতের শীতল সমীর ঝির ঝির করিয়া নব কিশলয়গুলি দুলাইয়া দুলাইয়া

ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়,—যখন পূর্ব্ব গগনে অরুণ-রাগ-উষা প্রকৃতিসুন্দরীর সীমন্তে বালার্ক সিন্দুর ফোঁটা লাগাইতে থাকে,—যখন উদ্যানে উদ্যানে বেলা চামেলী কুসুমকলিগুলি সুষমার হাসি হাসিয়া জগৎবাসীর প্রাণে আনন্দের মন্দাকিনীধারা ঢালিয়া দেয়, তখন প্রেমাদ্রহৃদয়ে একবার নাম জপ করিয়া দেখ দেখি, হৃদয়ে কত পরমানন্দ উপচিত হয়। যখন দিনাবশেষে ধরা নববেশ ধারণ করে, উজ্জ্বল ভানুমণ্ডল তিমিরে ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হয়, তরুপরে পাখিগুলি মহেশের মহদ্‌যশঃ ঘোষণায় লিপ্ত হইয়া থাকে, সেই সময় একবার মধুর স্বরে নাম গান করিয়া দেখ দেখি কত প্রাণারাম হয়—ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরের ভিতর কত সুধা উচ্ছলিত হইয়া উঠে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কিমত্র পরত্র বাপি অভীষ্টপ্রতিপত্তয়ে।
কিমস্তি সদৃশোনাম কিং পুনঃ সাধনং মহৎ॥

নামে পাপ ক্ষয়ের কথা শুনিয়াছেন, এই বার আবার অভীষ্ট লাভের কথা শুনুন। সংসারী জীব পুত্রকলত্র বধুবস্ত্র লাভের জন্য কত ব্যয় করিয়া,—কত আয়োজন করিয়া,—কত উপচার সংগ্রহ করিয়া, গ্রহ শান্তি করেন, নবগ্রহ যাগ করেন, কিন্তু ভাই! শুদ্ধ মনে নাম জপ করিলে, ইহ কাল পরকালে নামের তুল্য কি মহৎ সাধন আছে? নির্ঝঞ্ঝাটে নিরুপদ্রবে এক বার সজল-নেত্রে—এক বার ব্যাকুল প্রাণে—একবার মুকুন্দমধুসূদন বলিয়া ডাকিলে কোন্ অভীষ্ট লাভ হইতে বিলম্ব হয়? শুদ্ধ অপরাধে অভিভূত হইয়া, হায় রে কলির জীব! তুমি গুণনিধি নামের সেবা করিতে ভুলিয়া রহিয়াছ!

কি অভীষ্ট লাভের জন্য কোন্ অবসরে শ্রীভগবানের কোন্ নাম স্মরণ মনন ও জপ করিতে হয়, সংক্ষেপে এই বার তাহারই উল্লেখ করিব। ইহা অপেক্ষা বিস্তার রূপে কেহ অনুসন্ধান লইতে ইচ্ছা করেন, শ্রীহরিভক্তি বিলা-

সের একাদশ বিলাস ও অন্যান্য আকর গ্রন্থের আলোচনা করিবেন।

এক বিংশতি বার শ্রী ও জয় শব্দযোগ পূর্ব্বক নরসিংহ এই নাম কীর্ত্তন করিলে, বিপ্র হত্যাদি মহাপাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রমাণ যথা ;—

শ্রীশব্দপূর্ব্বং জয়শব্দপূর্ব্বং
জয়দ্বয়াদন্তর স্তথাহি।
ত্রিঃসপ্ত কৃত্বোনরসিংহনাম
জপ্তং নিহন্ত্যাদপি বিপ্রহত্যাং।

মহাভয় নিবারণের নিমিত্ত কূর্ম্ম পুরাণে বলা হইয়াছে, নি ত্রিসপ্ত বার নরসিংহ নাম জপ করেন, তাঁহার সর্ব্বাবিধ ভয় বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে।

শ্রীপূর্ব্বোনরসিংহোদ্বির্জ্জয়াদুত্তরতস্তু সঃ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বোজপ্তস্তু মহাভয়নিবারণঃ।

কাল বিশেষে মঙ্গল লাভার্থ কোন্ কোন্ নাম স্মরণ তে হয়, তাহারই প্রমাণ গ্রহণ করুন। সারা বৎসর সব নাম কীর্ত্তন করিলে, জীবের যাবতীয় অমঙ্গল ষ্ট হইয়া থাকে।

পুরুষং বামদেবঞ্চ তথা সংকর্ষণং বিভুং।
প্রদ্যুম্নমনিরুদ্ধঞ্চ ক্রমাদব্দেষু কীর্ত্তয়েৎ॥
বলভদ্রস্তথা কৃষ্ণং কীর্ত্তয়েদয়নদ্বয়ে।
মাধবং পুণ্ডরীকাক্ষং তথা বৈ ভোগশায়িনে।
পদ্মনাভং হৃষিকেশং তথা দেবং ত্রিবিক্রমং।
ক্রমেণ রাজশার্দ্দূল বসন্তাদিষু কীর্ত্তয়েৎ॥

বিষ্ণুঞ্চ মধুহন্তারং তথা দেবং ত্রিবিক্রমং ।
বামনং শ্রীধরঞ্চৈব হৃষীকেশং তথৈব চ ।
দামোদরং পদ্মনাভং কেশবঞ্চ যদূত্তমং ।

সুখেদুঃখে জয়াজয়ে, শঙ্কটে প্রিয়সঙ্গমে সর্ব্বদা নাম অভীষ্টপ্রদ। নামের বরবিধায়িনী শক্তির কয়টী কথা বলিব? নামে সব হয়, ভাই, সব হয়। যেমন এক মাত্র দুগ্ধ পান করিলে, জীবনধারণের উপযোগী সব উপাদান শরীরে সঞ্চারিত হয়, তদ্রূপ একমাত্র নাম লইতে পারিলেই জগতে সর্ব্বসুখ লাভ করিয়া অন্তকালে যমকে ফাঁকী দিতে পারা যায়। নাম কামীর কামদ, বরপ্রার্থীর বরপ্রদ, নামে সব মিলে, নাম কল্পতরু, কিন্তু নামের মত মহাবস্তু লাভ করিয়া কেহ সংসারস্থ অসার বস্তুর দিকে আর তাকায় কি? তাহার সম্মুখে ভোগৈশ্বর্য্যের ভাণ্ডার খুলিয়া দিলেও তখন সে শ্রীভগবানের সেবা ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করে না। ধ্রুব রাজ্যলাভের জন্য ভগবানকে কায়মনে ডাকিয়াছিল, ভগবান্ তাহাকে ইহ কালে আসমুদ্র সাম্রাজ্য এবং অন্তকালে ধ্রুবলোকের অধিকারী করিলেও, ধ্রুব কাঁদিয়া বলিয়াছিল—ভগবান্ তোমার দর্শন লাভের তুলনায় এ সব যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎ।

ভাই হে! তুমি যে কামনাফাঁদে পড়িয়াছ, নাম তোমাকে সে কাম্য বস্তুও দিয়া থাকেন। যে নাম সর্ব্বকাম বরদেশ্বরীর বাঞ্ছনীয় বস্তুকেও মিলাইয়া দেন,

সে নাম কি আর তোমার দুইটা ঐহিক কামনা পূর্ণ করিয়া দিতে অসমর্থ? ঐ শুন শাস্ত্র তোমার কামনাপূরণ কারী নামের কি রূপ মহিমা ঘোষণা করিতেছেন। তুমি অন্ধ, তুমি অজ্ঞান, তাই তোমার সম্মুখে এমন চিন্তামণি নাম থাকিতে তুমি বৃথা চিন্তায় কাতর হইয়া বেড়াইতেছ। দেখ দেখি নামে তোমার বাসনা পূর্ণ হয় কি না,—নামের সাধনে তোমার বিবিধ কামনা পূর্ণ হয় কি না। ঐ শুন পুলস্ত ঋষি বলিতেছেন।—

> কামঃ কামপ্রদঃ কান্তঃ কামপালস্তথা হরিঃ।
> আনন্দোমাধবশ্চৈব কামসংসিদ্ধয়ে জপেৎ॥

বস্, এখনও তোমার সন্দেহ, এখনও তোমার অবিশ্বাস তুমি মূঢ়, তুমি বালক, তোমাকে আর কি বলিব?

অগ্নিদাহে, শত্রুনিগ্রহে, ঘোর অভাবে নাম তোমার অভয়-আশ্রয়। শয়নে, দুঃস্বপনে, দুর্গম কাননে, সংগ্রামে, পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধে, ভোজনে, ঔষধসেবনে, প্রিয়সঙ্গমে এমন কি মৈথুন ক্রিয়াতেও সর্ব্বব্যাপী নাম স্মরণীয়। কবি গাইয়াছেন।—

> "ভূস্তরে খস্তরে যাবচ্চরাচরে,
> সর্ব্বব্যাপী নাম লিখেছ স্বাক্ষরে।—"

এ কথা বড়ই সত্য। যাঁহার চক্ষু আছে, তিনিই বিশ্বচরাচরে ভগবানের এই নাম রূপ দর্শন করিয়া থাকেন। নিত্য নরনারীগণকে কোন্ অবস্থায় কি নাম স্মরণ করিতে

হয়, তাহার প্রমাণ দেই। বাণিজ্যে অভ্যুদয়ে সকল সময়েই জীবের নাম ভিন্ন আন্ গতি নাই।

ঔষধে চিন্তয়েৎ বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনং
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ মৈথুনে চ প্রজাপতিং।
সংগ্রামে চক্রিণং কৃষ্ণং স্থানভ্রংশে ত্রিবিক্রমং।
নারায়ণং বৃষোৎসর্গে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে।
জলমধ্যে তু বারাহং পাবকে জলশায়িনং
কাননে নরসিংহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনং।
দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং বিশুদ্ধৌ মধুসূদনং॥
মায়াসু বামনং দেবং সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবং॥

নামের যে কি শক্তি তোমাকে কি বুঝাইব ভাই! এ তোমার জড়বিজ্ঞানবাদে কুলাইবে না। এ অধ্যাত্ম-তত্ত্বের অপার-দেশ টেলিগ্রামের মহিমা কি সাধন বিনা বুঝাইবার উপায় আছে? এ কি তোমার জড়ীয় রসায়ণ যে পারদ গন্ধক মিলিত করিয়া দেখাইব, কজ্জলী কেমন? হাইড্রোজেন অক্সিজেন মিলাইয়া বলিব, এই দেখ জল? এ শক্তি অবিচিন্ত্য,—এ শক্তি অনির্ব্বচনীয়। পূর্ণপ্রকৃতি সাধ্যা শ্রীমতীই এই নামের শক্তিতে অভিভূতা হইতেন। তাই ভক্ত কবির প্রাণের ভিতর ভাবের ফোয়ারা ছুটিয়াছিল।—

সখী কেবা শুনাইল শ্যাম নাম,
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।

শক্তীশ্বরী না হইলে, নামের শক্তি এমন কারো কেহ

হৃদয়ে ধারণা করিতে পারেন কি ? নাম ভুবনমঙ্গল, নাম পতিতপাবন, লও ভাই, লও—নাম লও।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জানীহি নিশ্চিতং তাত অভিন্ননাম নামধৃক্।
অতস্তস্য এষা শক্তিঃ প্রত্যক্ষপ্রভুরব্যয়ঃ।

ভ্রাতৃগণ! নাম ও নামী অভিন্ন জানিবে। ইহার জন্যই নামের এত শক্তি,—এত প্রভাব। শ্রীভগবান্ ভক্ত ভিন্ন সহসা অন্যের দৃগ্‌গোচর হয়েন না, অব্যয়স্বরূপ প্রভুনাম কিন্তু অতি বড় পাষণ্ডেরও প্রত্যক্ষীভূত। এ হিসাবে নাম নামী হইতেও শ্রেষ্ঠ, নামী হইতেও করুণা-নিদান। ভক্ত গাহিয়াছেন,—

যেই কৃষ্ণ সেই নাম ভজ ভক্তি করি।
নামের সহিত রন আপনি শ্রীহরি॥

নাম নামী অভিন্ন, ইহাই বিশ্বাস কর। এমন প্রকট-দৃষ্টান্ত তো আর নাই। কেন, দেখ না কি, যে স্থানে সাধুমুখে হরি কথা, সেই খানেই ভগবদ্ভাব জাগ্রত—সেই

খানেই নয়ন তাঁহাকে দর্শনের জন্য লালসান্বিত,—সেই খানেই মন তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল বিব্রত,—পদ তাঁহার ধাম গমনের জন্য উৎসুক। তখন প্রাণের ভিতর সেই জগজ্জ্যোতির জ্যোতি বিকীরিত। এ সব তো ব্যক্ত বিষয়। ভগবান্ যে নারদকে স্বয়ং বলিয়াছেন, শুন নাই কি?

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে থাকিতে পারি না. যোগীদের হৃদয়েও নহে, কিন্তু ভক্তেরা যেখানে আমার নাম গান করেন, আমি সেই খানেই সর্ব্বদা বাস করি? হরি! হরি নাম-গানে ভগবানের এতই প্রীতি—এতই প্রেম!

নাম নামী যে অভিন্ন, তাহা বুঝিলেই বুঝিতে পার। নাম গান করিবা মাত্র শ্রীভগবানের মোহনমূর্ত্তি তোমার মানস-নেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। যতই নামে বিভোর হইতে থাক, ততই যেন তুমি তাঁহাকে কাছে কাছে দেখিতে পাও। তারপর নামে আর একটু মজিতে পারিলে, ভগবানের সঙ্গে কথা চলে। তাঁহার রূপ, গুণ, লীলা সবই তখন দেখা যায়। তোমা আমার নাম করিলে হঠাৎ মুর্ত্তিখানা মনে পড়ে না কি? সে পড়ে কেন? নামের সঙ্গে অচ্ছেদ্য আধারগত বলিয়াই না? তোমা

আমার সঙ্গে কিন্তু ভগবানের উপমা চলে না? সে চৈতন্য-তত্ত্ব, সে অবিচিন্ত্য ব্যাপার। তাঁহাতে ত কিছুই অসম্ভব নহে। সুতরাং সেখানে নাম নামীর ঘনিষ্ঠতা আরও সহজ।

নামের মত ভগবদ্ভাব উদ্দীপনের আর বস্তু নাই। হরিনাম উচ্চারণ মাত্রে শ্রীহরি উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকেন। এ জন্য অনেক সময় অনেকে উপহাস ছলে নাম করিতে গিয়া পরিনামে সাধু হইয়া পড়িয়াছেন। নাম অভিন্ন ভগবান্, ইহা ভিন্ন ভাষায় আর বলি কি? এই অভিন্নত্ব হেতু নামের ভিতর কত শক্তি থাকা সম্ভব, তাহা মনে করিয়া লউন। ভগবান অনন্ত শক্তিশালী, সুতরাং নামও অনন্ত শক্তিশালী। নাম প্রসন্ন হওয়ার অর্থ শ্রীভগবানের প্রসন্নতা লাভ। সামান্য প্রভু কত নিগ্রহ অনুগ্রহ করিতে সক্ষম, আর প্রভুর প্রভু মহাপ্রভু আমার তাহা হইলে কি না করিতে পারেন? সে নামে কত জগাই মাধাই না উদ্ধার হয়!

শ্রীপাট অম্বিকার রজঃপ্রাপ্ত ভগবান্ দাস বাবাজী মহাশয় এক জন পরম ভক্ত ছিলেন। শুনা যায় তাঁহার দিব্য দৃষ্টিলাভ হইয়াছিল। তিনি অম্বিকায় বসিয়া ব্রজলীলা নিরীক্ষণ করিতেন। অনেক সময়ই তাঁহাতে ভাবের লক্ষণ প্রকাশ পাইত। সেই সময় তিনি শ্রীভগবানের

সহিত রসালাপ করিতেন। এ হেন সিদ্ধ বাবাজী কোন বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন নাই, সাধনের সারভূত চক্ষুর-গোচর শ্রীভগবানের গোচরমূর্ত্তি শুদ্ধ নামব্রহ্মই প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। নামই ব্রহ্ম—নামই চৈতন্য বলিয়া তিনি বিভোর হইতেন। কেহ তাঁহার সম্মুখে নাম করিলে, তিনি যেন কৃষ্ণ পাইলেন, এই রূপ পুলককদম্বে প্রমুদিত হইতেন।

শান্তিপুরের শ্রীলাদ্বৈত বংশ্য স্বধামগত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে তো জানেন। তিনি প্রথমে প্রসিদ্ধ কেশব সেন মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্ম সম্প্রদায় প্রবেশ লাভ করেন। ইংরাজী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত সকল বিষয়েই তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। তিনি পবিত্র গুরু বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, প্রাণারাম পরম বস্তু পাইবার জন্যই জীবন বসন্তে নানা বৃক্ষে উড়িয়া বেড়াইয়াছিলেন। তাঁহার কলকণ্ঠ কুহুতানে এক দিন দেশ মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মচিন্তায় তাঁহার প্রাণে শান্তি লাভ হয় নাই। প্রাপ্য বস্তু পাইবার জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরম হংস দেবের কাছেও দৌড়িতেন। ইষ্ট-গোষ্ঠী গঠিত হইলে, নানা প্রকার সৎকথা হইত। কথায় কথায় এক দিন পরমহংসদেব গোস্বামি-প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—বিজয় খুব উত্তমশীল,

বিজয় কেবল কূপ খনন করিয়া বেড়াইতেছে, একটু তল-দেশে গেলেই কিন্তু জল পায়। গোস্বামীজীর সে কথায় যেন চমক ভাঙ্গিয়া গেল, সেই দিবস হইতে তিনি যেন নূতন মানুষ হইলেন।

যিনি নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম, তিনি হঠাৎ হরিনাম নিরত হইলেন। তাঁর রমণীয় কণ্ঠে বরণীয় তুলসীমালিকা শোভা পাইতে লাগিল। তিনি বীণা ধারণ করিয়া সজলনেত্রে নিরন্তর নাম গানে প্রবৃত্ত হইলেন, ব্রজমণ্ডলে গিয়া নাম সাধন করিতে লাগিলেন। গড়া যিনিষ গড়িতে বেশী বিলম্ব লাগে না, পাকা হাত পাকাইতে কয় দিন বিলম্ব হয়? গোস্বামীজার নামসাধনা সিদ্ধ হইল, তিনি সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মবাদ ছাড়িয়া নামই যে পরতত্ত্ব, নামই যে হরি সত্য, ইহা জগতে প্রচার করিলেন। শেষ দশায় পুরীক্ষেত্রে আঠারনালার পার্শ্বে প্রভু যে মঠ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাপি সেখানে এই নাম ব্রহ্মেরই সেবা পূজা চলিতেছে।

শাস্ত্রে ও সাধুর ব্যবহারে নাম যে নামী হইতে অভিন্ন তত্ত্ব, ইহার ভূয়ো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যে দিকে কর্ণপাত করিবে, সেই দিকেই নামের মঙ্গল ধ্বনি। নামই আদি বাণী,—নামই চিন্তামণি,—নামই বেদ প্রতিপাদ্যরসবিগ্রহ। —নামই অনাদির আদি,—নাম সর্ব্বকারণের কারণ।

নামশ্চিন্তামণি কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি-গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণঃ॥

গাও ভাই, সকলে এই পরমাত্মতত্ত্ব নাম গাও। তোমরা কৃপাপূর্ব্বক নামগান করিয়া এই দীনহীনকে কিনিয়া লও।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দেবালয়ে পুণ্যক্ষেত্রে উপরাগকালেঽপি বা।
লভতে বহুলং পুণ্যং শ্রীহরেঃ নামকীর্ত্তনাৎ॥

দেবালয়ে, পুণ্যক্ষেত্রে, গ্রহণকালে শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করিলে বহুগুণে পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। স্থান ও কালগত মাহাত্ম্য সকলেই স্বীকার করিবেন। সঙ্গজাশক্তি সকলেরই অনুভবনীয়। সৎসঙ্গে সৎ অসৎ সঙ্গে অসৎ, এ কথা এ দেশে প্রবাদ বাক্যের ন্যায় চির প্রচলিত। বালক বালিকা দিগের দ্বারা এ বিষয়ের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। উত্তম বালকের সহিত সর্ব্বদা বিচরণ করিলে, অপর বালক উত্তম চরিত্র হইয়া থাকে, আবার মন্দ বালকের সহিত মেশামিসি করিলে সে অধঃপাতে যায়।

আলাপাৎ গাত্রসংস্পর্শাৎ নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সঙ্করন্তীহ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥

ঐই শুন ভাই, আলাপে, গাত্রসংস্পর্শে, পরস্পরের নিশ্বাস প্রশ্বাসে জলোপরি তৈলবিন্দু বিসর্পণের ন্যায় পাপ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। পাপের দিকেও যেমন পুণ্যের দিকেও ঠিক তদ্রূপ আকর্ষণ। বস্তু মাত্রে স্বস্ব প্রকৃতি অনুসারে অপরকে আত্মসাৎ করিতে যত্ন করে। দেবালয় দর্শকের প্রাণে দেবভাব জাগাইয়া তুলে, পুণ্যক্ষেত্রে তৈর্থিকের হৃদয়ে পুণ্যের পূতধারা ঢালিয়া দেয়, এ সময় আবার মধুর নাম, এ মণিকাঞ্চন সংযোগ, ইহাতে পুণ্য বাহুল্য হইবে, তাহাতে আর কথা কি?

গ্রহণ কালে ভগবানের অবিচিন্ত্য শক্তি মানবের মানসপটে উদ্বোধিত হইয়া থাকে। এ সময় গ্রহের প্রভাব দেখিয়া গ্রহগঠনকারীর বিগ্রহের দিকে লোকের লক্ষ্য পড়ে। পাছে কোন গ্রহ কক্ষচ্যুত হইয়া হঠাৎ প্রলয় ঘটাইয়া তুলে, এজন্য এই সময়টাকে লোকে বড়ই সঙ্কট কাল মনে করে—সঙ্কটহারীর অতুল প্রভাব মনে আপনিই উদ্ভাসিত হয়। অপিচ এই সময় লোকে মরণের ভয়ে ভীত হইয়া ঈশ্বর ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। এ সময় পাপ তাপের দিকে তাহাদের মতি গতি প্রতিহত হইয়া, ধর্ম্ম অভিমুখী হয়, এই সময় তাহারা জগতের নশ্বরত্ব অনুভব

করিয়া পরমেশ্বরের পরম তত্ত্ব হৃদগত করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। স্বল্পে বলিতে গেলে এ সময় তাহারা যেন নূতন মানুষ হইয়া পড়ে। এই চিত্ত শুদ্ধির অবস্থায় সর্ব্বগুণ নিলয় নাম জপ করিলে, কেন না ফলাধিক্য হইবে?

নাম সর্ব্বত্র মধুর—নাম সর্ব্বত্র সুখদায়ক। ঔষধ যেমন অনুপান বিশেষে শীঘ্র ফল প্রসব করে, দেশকাল পাত্রের সাহায্যে নামও তেমনি সত্ত ফলপ্রদ হয়। সকল নামই মধুর, সকল নামই রসনার তৃপ্তিপ্রদ, তন্মধ্যে কৃষ্ণনাম, মধুরতম। তুলারাশি যেমন স্ফুলিঙ্গস্পর্শে ক্ষণমাত্রে জলিয়া যায়, কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন মাত্রে মহাপাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্যাস বলিতেছেন—

> হনন্ ব্রাহ্মণমত্যন্তং কামাতীবা সুরাং পিবন্।
> কৃষ্ণকৃষ্ণেতংহোরাত্রং সংকীর্ত্ত্য শুচিতামিয়াৎ॥

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! এমন নামেও অরুচি, এমন নাম লইতেও অলস!

কৃষ্ণনাম সকল নামের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেন, বল দেখি? জীবধর্ম্মে তোমার ভিতর যে একটা ভয় আছে, সেইটা পাপ। সেইটা যখন বিরাট আকার ধারণ করে, তখন তুমি শ্রীভগবান হইতে অনেক দূরে গিয়া পড় আনন্দ রূপ তখন তোমার অন্তরে ছায়াবৃত হয়। তখন তুমি শ্বাস

প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া কি যেন কি নরক ভোগ করিতে থাকে। এই সময় যদি তুমি ভাগ্য বলে কৃষ্ণনাম স্মরণ করিতে পার, তখনই তোমার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হয়; তখনই তুমি ভাবিতে থাক, জগদ্রক্ষক কৃষ্ণ থাকিতে আমার ভয় কি? আমি যতই দূরে গিয়া পড়িনা কেন, তিনি তো কৃষ্ণ, তিনি আমাকে আকর্ষণ করিয়া তো পদছায়া দিবেন। যাই এই আশার মলয় বহিতে থাকে, অমনি ভয়ের কাল মেঘ বিদুরিত হইয়া, আনন্দ নিধির জ্যোতি আপনি ফুটিয়া উঠে।

এই আলোকে একে একে তাঁহার লীলাকদম্ব হৃদয়ে উদিত হইতে থাকে। সংসার বিভীষিকা তখন অতীতের কল্পনায় পরিণত হয়। তখন লীলাময়ের লীলারসে রসিত চিত্তে হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু কোথা হে বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য মন অস্থির হয়। এই উৎকট বিরহের অন্তেই ভাব, ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ভগবৎ সাক্ষাৎকার। তবেই ভাই, কৃষ্ণনামে কি না হইল? সহস্র সহস্র তপস্যা করিয়া যে প্রাপ্য বস্তু লাভ করিতে হইত, অনন্যশরণ অপরাধবিরহিত হইয়া নাম জপ করা কি তদপেক্ষা কঠিন? হায় হায়! কালই এক্ষন আমাদিগকে এমন নামে বঞ্চিত করিয়া বিষম দুর্ব্বিপাকে নিপাতিত করিতেছে।

বল দেখি ভাই কলির জীব! বল বল, এখনও কি

তোমার কৃষ্ণনাম লইতে সংকোচ আছে ? এখনও তোমার হৃদয়ে সন্দেহ। ছি!! যাক্ ছি বলিয়া কি করিব ? এত নাম শুনে যাহার চৈতন্য নাই, দুইটা ছিছিকারে কি তার সাড় হয় ? ভাই হে বুঝেছি বুঝেছি—আমিই অধম বুঝেছি—আমিই অতি দীন হীন হতভাগ্য বুঝেছি। আমি কিন্তু তোমাকে ছাড়িতেছি না ভাই। আমি দন্তে তৃণ ধরিয়া বলিতেছি, তোমায় এই নাম লইতে হইবে। নাম তত্ত্বে এখনও তোমার প্রাণ গলে নাই বুঝিলাম, কিন্তু হে ভাগ্যবান্ একবার ভক্তিভরে নাম লইয়া দেখ দেখি, কিছু দিন কষ্টে স্বষ্টে নাম লইয়া দেখ দেখি, নামে তোমায় মাতাল করিতে পারে কি না ?

কি কথা, নাম লইয়া কি কাহারও শ্রম পণ্ড হইতে পারে ? না,—কখনই না। তুমি নাম লইতে গিয়া প্রাণ দাও নাই, তাই নামের মহিমা জানিতে পার নাই। যদি দিনান্তে একবারও নামে মজিতে, তাহা হইলে কি তুমি নামের প্রসাদ কিছুই লাভ করিতে না ? হা নির্ব্বোধ ! তাও কি কখনও হয় ? ঋষিবাক্য কি মিথ্যা হইবার যো আছে ? লও, লও, নাম লও, তোমার নাম লওয়া হয় নাই। তুমি আত্মসমর্পণ করিতে পার নাই, তবে নামের শক্তি কি বুঝিবে ? তুমি নিজে ভুল করিয়া কি মধুর নামে দোষ দিবে ? ডাক ভাই ডাক, নাম ডাক, একবার ডাকার

মত ডাক। একবার প্রাণ দিয়া ডাক।

নাম যে ভাই অমৃত। অমৃত খেলে লোকের মৃত্যু হয় না; নাম লইলেও তাই মৃত্যু হয় না, দেহান্তর হয়। শুনিয়াছ তো মৃত্যুর কত যাতনা? মৃত্যু নিজে কাহাকেও ক্লেশ দেয় না, এখনকার চিকিৎসকদেরও এই মত। রোগের যন্ত্রণা আছে, কিন্তু, মৃত্যু কালে রোগের যন্ত্রণা নিরস্ত হয়। তবে মৃত্যুকালে জীব যন্ত্রণায় ছটফট্ করে কেন? বিকট বিভীষিকা দেখে কেন? সে সব তার পাপের স্মৃতি। মৃত্যু কালে জীবের পাপের খতিয়ান মনে পড়ে। বাহিরের জ্ঞান গেলেও সে মনের মধ্যে পাপ চিত্র দর্শন করিয়া বিহ্বল হয়। ভাই নাম লইয়া যদি মনে করিতে পার আমি নিষ্পাপ, তবে আর তোমার মৃত্যু যন্ত্রণা কোথায়? নাম লও বিশ্বাস কর, তোমার জন্ম মৃত্যুর দুঃখ আপনি নিবৃত্ত হইবে। ভাই সব, বিনয় করিয়া বলি, পরিণামের সম্বল দিবা রাত্রি হরিনাম কর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যদা তু রাধয়া সার্দ্ধং রাজতে রাধেশাহরিঃ।
তদা স পূর্ণমায়াতি পুরুষপ্রকৃতিপরঃ॥

নাম সাধনেই সর্ব্বপাপ ক্ষয়, নাম সাধনেই চতুর্বর্গ-প্রাপ্তির সোপান, নাম সাধনেই ভববন্ধন মোচন। নাম সুধাসিন্ধু, নাম—অনাথবন্ধু, নাম—সংসারসন্তপ্ত জীবের কোটীচন্দ্র সুশীতল। সকল নামেই শান্তি, সকল নামেই সুখ, কিন্তু তথাপি কৃষ্ণনাম সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণনামের কি মহিমা, কি জানি কি গৌরব। রাধা সহ সেই কৃষ্ণ নাম আবার আরও অপূর্ব্ব আরও রসাল। এজন্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাম লইলে, কি জানি কেমন প্রাণের ভিতর আনন্দ মন্দাকিনীর তরঙ্গ উঠে। কেন উঠিবে না? শ্রীরাধা যে শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি। যে শক্তিতে তিনি জগজ্জনকে আহ্লাদ বিতরণ করেন, শ্রীরাধা যে তাঁহার সেই পরা শক্তি। সেই শ্রীরাধার সহিত কৃষ্ণ যখন সম্মিলিত তখ-নই তিনি পরিপূর্ণ ভগবান্। শক্তিশূন্য শক্তিমান দাহিকা শূন্য অগ্নি বিশেষ। শক্তি ছাড়া শক্তিমান অসম্ভব বস্তু, কেলীকলা বিলাস বিনোদনের জন্য কখনও এক, কখনও

বা দুই। সে দয়িতাদয়িতের দ্বৈত ভাব বেদান্ত বুঝাতে অক্ষম। সেখানে আপ্ত বাক্য বেদও স্তম্ভিত নিরস্ত। সে দ্বৈতাদ্বৈত বিভেদ ভাব বুঝিয়া উঠা কি মানুষের কাজ? সুতরাং পরিপূর্ণ নাম লইতে হইলে শ্রীরাধাসহ শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ সেই রাধাকৃষ্ণের একবিগ্রহ। এই জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেই কলিতে নাম যজ্ঞের সূত্রপাত। সম্রাট্ আপনি উপাধি ধারণ করিয়া অপরকে উপাধি বিতরণ করেন। ভগবান্ আপনি ভক্তির সাধন করিয়া জীবকে শিক্ষা দেন। "আপনি আচরি ভক্তি জীবেরে শিখান," তাই এই গাথা। অতএব নামের সাধন করিতে হইলে, শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাম লইতে হইবে। ইহাতে সন্দেহ নাই, সংশয় নাই।

কলির যে রূপ কুটিল আবর্ত্ত, জীবের যে রূপ মলিন দশা, যেরূপ অল্প পরমায়ু, তাহাতে নামসাধন ব্যতীত উপায় কি? হে শাক্ত, হে মাতৃস্তন্যপায়ী শিশু, ঐ দেখ বিশ্বাদি বিশ্বনাথ জগজ্জননী জগদম্বাকে কি বলিতেছেন? কত যুগ যুগান্ত হইয়া গেলে, শিব শিবানীকে কলি জীবের সাধন সম্বন্ধে কি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

"সাধনানি বহুন্যানি নানা তন্ত্রাগমাদিষু।
কলৌ দুর্ব্বল জীবানামসাধ্যানি মহেশ্বরি॥"

হে মহেশ্বরি! নানা তন্ত্রাগমাদিতে নানা প্রকার সাধন

প্রণালী কথিত আছে সত্য, কিন্তু দুর্বল কলি জীবের পক্ষে সে সকলই অসাধ্য ব্যাপার। শুদ্ধ ইঙ্গিত পর্যন্ত নহে, ইহার পর আরও স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। আরও খোলা কথা আছে, তুমি বধির হও তোমার ভাগ্য মন্দ। নচেৎ ওই শুন—

> কলৌ পাপযুগে ঘোরে তপোহীনেতি দুস্তরে।
> নিস্তারবীজমেতাবৎ ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনং॥

ব্রহ্ম মন্ত্র কি জান? কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণেরই অঙ্গ জ্যোতি ব্রহ্ম। বিধেয় কৃষ্ণ ব্রহ্ম অনুবাদ। কৃষ্ণ কখনও শরীরী কখনও অশরীরী, কখনও লীলা জন্য রাধা সহ রাধামাধব, কখনও অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। এ সব অচিন্ত্য ভাব এ তোমার মানবীকরণের অনেক উচ্চে। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান, তিনিই এক তত্ত্ব।

> বদন্তি তত্তত্ত্ববিদো তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
> ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

শুনিলে, কর্ণে গেল তো ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান এক। এখনও মনে মনে বুঝি একটা সন্দেহ আছে? ব্রহ্ম পরমাত্মা, ভগবান্ এক শুনিলেও ভাল। তোমার শ্রবণের ইচ্ছা জানিলেও যে বাঁচি। আত্মার বিষয় এমন শুনিতে চাওয়া অন্যায় নহে। আত্মা শ্রোতব্য, বক্তব্য, নিধিধ্যাসিতব্য। ইহা তো গেল জ্ঞানের কথা। নয়টী ভক্তি লক্ষণের ভিতরেও ইহা আছে।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নব লক্ষণা।

ভক্তিতে জ্ঞানের নিধিধ্যাসন নাই, আত্মনিবেদন আছে। কথাটা কিছু বুঝিলে কি? এই তোমার তুমি হারাইয়া তোমাকে কৃষ্ণদাস হইতে হইবে। অন্যাভিলাষ ত্যাগ করিয়া প্রভু কৃষ্ণের প্রীতিজন্য তোমায় যাহা কিছু করিতে হইবে। তোমার ভোজন কৃষ্ণদাসের দেহ রক্ষার জন্য, তোমার জন্য নহে। তোমার বেশ ধারণ কৃষ্ণের প্রীতির জন্য তোমার জন্য নহে। বলিলাম তো, তোমার শয়ন ভোজন ক্রিয়া মুদ্রা যে কোন ব্যাপারে তোমার তুমি থাকিতে পাইবে না। এ বোধ হয় তোমার ধারণায় আসিতেছে না? আসিবে না বলিয়াই তো মধুর উপাসনার কথা পাড়িতেছি না। মাত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম লইতে অনুরোধ করিতেছি। তাই করিলেই হইবে। শ্রীরাধাকৃষ্ণই যে শৃঙ্গাররসের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি, শ্রীরাধাকৃষ্ণ নামই যে প্রত্যক্ষ শ্রীরাধাকৃষ্ণ। রত্নাকর মরা মরা জপিয়া রামতত্ত্বের নিগূঢ় মর্ম্মী শেষে রামায়ণকার হইয়াছিলেন, শ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম লইলে তুমিও অচিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলাতত্ত্ববেত্তা হইবে। থাক্ থাক্ প্রথমেই তোমাকে তত কথা শুনাইয়া কাজ নাই। তুমি কৃপা করিয়া শ্রীভগবানের নাম লও, অপরও বঙ্গের গৃহে গৃহে নামের মঙ্গল শঙ্খ

বাজিয়া উঠুক। তাহা হইলেই সব হইবে—সব পাইবে।

বীজ উপ্ত হইলে অঙ্কুর পল্লব ফল আপনি উদ্‌গত হয়, ভক্তি সাধনের বীজ শ্রীনাম সংকীর্ত্তন। বীজ বপন করিবার চেষ্টা কর, দেখো যেন বীজ হারায় না। খুব সাবধান খুব হুঁসিয়ার। এই বীজোদ্গমে এক উৎপাত আছে, অপরাধরূপ কীটে এই বীজ শস্যহীন হইয়া থাকে। তুমি হৃদয়ক্ষেত্রে কৃষ্ণনামের বীজ বপন করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তোমাকে নাম-অপরাধ-কীটের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহা না পারিলে সব মাটী, সব নষ্ট, অকারণ পণ্ডশ্রম। নামাপরাধ ১০টী, উহার সকল গুলির কথা এ প্রসঙ্গে নাই উল্লেখ করিলাম। শ্রীভগবানের কৃপায় কাহারও ঈদৃশী পুস্তিকায় প্রীতি হয়; ক্রমে ক্রমে সব বলিব। আজ নামে অভিমুখী করিবার আহ্বান। হে নাম-প্রেম-বিতরণকারী শ্রীগৌরাঙ্গ, তুমি তোমার প্রিয় কলির জীবকে নামব্রত গ্রহণের এই ক্ষীণ আহ্বানে আকর্ষণী শক্তি সঞ্চার কর। তুমি প্রভু নামের মালিক, তুমি একবার চৈতন্যরূপে সকলের চেতনা ঘটাইয়া নামের রোল উত্থিত কর। তোমার কৃপাবারি বর্ষিত না হইলে, কাহারও কি এই সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গলা নামে রুচি জন্মে? যাহাতে জীব তোমার নাম রূপে প্রণয় হয়, তুমি এই সৎ প্রবৃত্তি জাগাইয়া দাও। সংক্ষেপে বলি, প্রভু যাহা বলা-

হইতেছেন, তাহা বলি, অনন্য মনে নাম লইলে কোন অপরাধের সম্ভাবনা নাই। প্রথমতঃ চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনের জন্য মৃদঙ্গ করতাল যোগে উচ্চ কীর্ত্তন করা বড় ভাল। একবার অগ্নি ধরিয়া গেলে আর নির্ব্বাণের আশঙ্কা থাকে না। যতক্ষণ ইন্ধন প্রজ্জ্বলিত না হয়, ততক্ষণই আশঙ্কা। অপরাধের ভয়ে কেহ নাম লইতে পিছাইও না। শ্রদ্ধাসহকারে অনন্য মনে নাম কীর্ত্তন করিলে কোটী কোটী অপরাধ ক্ষয় হইয়া থাকে। মিনতি করিয়া বলি, তোমার চরণ ধরিয়া বলি, তুমি দিনান্তে অন্ততঃ এক সময়েও একটু হরিনাম কর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অহং কর্ত্তা ইতি মত্বা স্ফীতবক্ষ হে মন্দধি!
বিনা কৃষ্ণপাদদ্বন্দ্বং কিমস্তি ভেলকং ভবে?

হে মন্দধি! আমি কর্ত্তা, আমি বুদ্ধিমান্, আমি বিদ্বান এই রূপ মনে করিয়া স্ফীত বক্ষে বিচরণ কর। কিন্তু ভাবিয়াছ কি শ্রীকৃষ্ণের পাদদ্বন্দ্ব ব্যতীত এই ভবার্ণব তরণের আর দ্বিতীয় ভেলা নাই? ধন্য মায়া, এই জীবন্ত সত্যে হস্তার্পণ করিয়া তুমি কি না ভেল্‌কি দেখাইতেছ! হায় কত সুন্দর ভুলাইয়া রাখিয়াছ?

ভাই! মায়ার খেলায় মজিও না। ঐ যে সংসার সংসার করিয়া তুমি উন্মাদ, বল দেখি উহার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি? এ সংসার বড়ই বিচিত্র, জীবের পক্ষে গোলক ধাঁধা। ইহাতে প্রবেশ করিয়া তুমি তো তুমি জীবন্মুক্ত নারদকেও হতভম্ব হইতে হইয়াছিল। মায়া কি তোমায় বুঝিতে দেয়, তোমার স্বরূপ কি? বুঝিতে দেয় না বলিয়াই তো তুমি আজ কত রঙ্গ করিতেছ!

অতুল ঐশ্বর্য্য,—অসাধরণ গৌরবে গর্ব্বিত হইয়া তুমি তোমাকে হারাইয়া বসিয়াছ। আজ্ঞা মাত্রে শত অনু-

জীবী যখন তোমার চিত্ত বিনোদনের চেষ্টা করে, তখন কি তোমার মনে হয়, তুমি মানুষ। সে সময় কেহ একটি অপ্রিয় কথা কহিলে, তুমি তাহার মুণ্ডপাত করিতে উদ্যত হও। তোমার তখন মনে হয়, চিরদিন তোমার এই ভাবেই কাটিবে। তুমি যে তখন ঐশ্বর্য্য মদে উন্মত্ত।

হায় ঐশ্বর্য্যশালিন্! তোমার ও ঐশ্বর্য্যের গৌরব কতক্ষণ? উহা যে জলবিম্ব অপেক্ষাও নশ্বর। তুর্ক সুলতান আব্দুল হামিদের অবস্থা দেখিলে তো? যিনি নরাকারে ঈশ্বর—রুমের পাৎসা, তাঁহাকে স্বীয় প্রকৃতিবৃন্দের কাছে প্রাণ ভিক্ষার্থ কাতর হইতে হইল। এ বিয়োগান্ত নাট্যের কত উল্লেখ করিব? যত ঐশ্বর্য্য তত তো লাঞ্ছনা, যত সম্মান ততই তো কর্ম্মভোগ।

ভাই রাজপদে সমারূঢ় গৌরবান্বিত রাজপুরুষ! তুমি কি প্রভুশক্তি পাইয়া মনে করিতেছ, তুমি প্রভু। মায়ার হস্তপুত্তলি, তুমি তা' মনে করিতে পার, কিন্তু ও শক্তি তোমার শক্তি নহে। কর্ম্মযোগী বিশ্বামিত্র এক দিন উহার ভাল রূপ পরীক্ষা লইয়া বলিয়াছিলেন—

বলং বলং ব্রহ্মবলং
ধিক্ বলং ক্ষত্রিয়বলং।

যিনি দ্বিতীয় সৃষ্টি করিতে উদ্যত, সেই তত বড় কর্ম্মী, তত বড় উদ্যোগী শেষকালে ভগবানের কৃপাই সার

বুঝিয়াছিলেন।

তুমি সংসারে সুখী বলিয়া মনে কর। তোমার ভাণ্ডারে বিপুল ধনরত্ন, তোমার সংসারে শত শত দাস-দাসী, তোমার বিশাল জমিদারী, সব তোমার বিশাল—সব তোমার অতুল স্বীকার করি, কিন্তু সে সব কি তোমার ? তুমি বাগানের মালী, চাস-আবাদ করিতেছ বটে, বাগান তোমার নহে, তুমি ঠিক মত কাজ করিতে না পারিলে, তোমার পৃষ্ঠে চাবুক পড়িবে, ইহাই তোমার লাভ। তোমার জ্ঞান নাই, তাই তুমি "আমার আমার" করিয়া মর"। এ সংসারে আমার কিছুই নাই।

তুমি যে মনে মনে আপনাকে বড় ভাবিয়া বসিয়াছ, বল দেখি তুমি বড় কিসে ? তোমার জন্ত কি সম্ভ্রম করিয়া কেহ শ্মশান শয়ন নিবারণ করিতে পারে ? সে সময় তুমিও যা', পথের ফকিরও তা'। যে অভিনয় করিতে আসিয়াছ কর, নিষেধ নাই, কিন্তু মনে যেন থাকে, উহা অভিনয়—উহা যথার্থ নহে। ঐ জন্ত তোমার মনে যেন এক দিনও এক বিন্দু অহঙ্কার না সঞ্চারিত হয়। তা' হইলেই তুমি মাটী।

ভাই ! মায়াই সংসার নাট্যের তত্ত্বধারিণী। এই মায়ার অধিকার পার হইতে হইলে, ভগবচ্চরণারবিন্দ আশ্রয় করিতে হয়। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

তাই বলিতেছি, এ সুখ সুখ নহে, এ সম্পদ সম্পদ নহে। প্রতি পদে যাহা বিচ্যুত হইবার ভয়, তাহা কি কখনও গর্ব্বের বস্তু? ভাই, বৃথা গর্ব্বে জন্ম বিফল করিও না, সতর্ক হও।

হে সংসারবিলাসী আত্মচিন্তাবিমুখ মানব! তোমার জীবন কয় দিন? তুমি এ সব অলসে কুরসে মজিয়া আছ; উঠ উঠ, আর যে সময় নাই; তুমি যাহাদের জন্য জীবনটাকে তুচ্ছ করিয়া থাক, ঐ দেখ তোমার শেষ দশা দেখিয়া তোমাকে কোথায় কি করিতে চাহিতেছে! তুমি ইহাদের মোহে ইহাদের কত করিয়াছ, কৈ ইহারা তো তোমার কিছু করিতে চায় না? ঐ শুন নেপথ্য সংগীত —

যাদের লাগিয়া তোমারে ভুলেছি
তারা তো চাহে না আমারে।

চাবে না তো? তুমি বোকা, তাই সারাজীবন আমার আমার করিয়াছ। বাস্তবিক তারা তোমার কে? শঙ্করাবতার শঙ্কর গাহিতেছেন—

কা তে কান্তা কস্তে পুত্রঃ?
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।

সংসার করিতে হয় কর, অত মজিয়া যেয়ো না হওয়া

কেন? কর্ত্তব্য বোধে যতটুকু হয় কর, কিন্তু যেন চির-দিনই তোমার এটা কর্ত্তব্য নহে।

বিষয়ের সুখ সুখই নহে, সুখের আভাস। সংসারে প্রেম প্রেম করিয়া তুমি যে পাগল, সেটা প্রেম নহে—কাম। প্রেম হইলে কি আর মানুষ মানুষ থাকে, দেবতা হয়। তোমার সে প্রেম প্রেমই নয়—তুমি প্রেমের লোভে কামে পড়িয়া ভুল করিয়াছ। এ দিক হইতে চক্ষু ফিরাও, এ পীতলের গাদায় স্বর্ণ কোথা পাইবে? প্রেম চাই—প্রেমই পুরুষের পুরুষার্থ। সে প্রেম কি হাটে বাজারে মিলে? প্রেমের গোড়া তো তোমায় বলিলাম। হরিনাম কর, মুকুন্দনাম কর, তোমার প্রেমোদয় হইবে।

কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়াছি, তোমার অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি, মনে কিছু করিও না ভাই, মনে কিছু করিও না। আমিও তোমার মত সংসারের আটা কাটিতে জড়াইয়া অনেক ভোগ ভুগিলাম। কোন কিছুতেই সুখ নাই, সব ফাঁকী রে ভাই, সব ফাঁকী। সব রকমেরই এক একটু স্বাদ তো পাইয়াছি ভাই, কিন্তু সবই যে গিল্‌টি করা। প্রায় ২৫ বৎসর অনেক দেখে, অনেক শুনে ভগবানের কাছে কাঁদিয়া পড়িয়াছি। এ বড় মজা ভাই, এ বড় মজা। একবার নামে মন বসিয়া গেলে, আর ভয় থাকে না।

এমন সুখ আর কিছুতে নাই, ভাই কিছুতে নাই। এ সুখের সঙ্গে সংসারের কোন্ সুখের উপমা দিব বল দেখি? সংসারের সকল সুখের পশ্চাতেই একটা দুঃখের কটাক্ষ থাকে। এ ভাই ঘনানন্দ, নামরসে মজিতে পারিলে সব দোরস্ত হইয়া যায়। যেমন প্রাবৃট্প্লাবনে নদনদী উচ্ছলিত হইয়া, সব একাকার হইয়া থাকে, তেমনি ভাই নাম রসে রুচির বান্ ডাকিলে, সকল সিদ্ধি আপনি লব্ধ হয়। কে যেন হাতে হাতে সব যোগাইতে থাকে। বাসনার বৃশ্চিক দংশন কোথায় ভাসিয়া চলিয়া যায়। সব করা যায়, সব বলা যায়, কিন্তু সে করা সে বলায় আমি যেন কেউ নই মনে হয়। অনেক বিরক্ত করিলাম, অনেক প্রলাপ বকিলাম, কিন্তু, আমি ব্রাহ্মণ, ভিক্ষা আমার বৃত্তি, আমি দন্তে তৃণধারণ করিয়া বলিতেছি, নিত্য তোমরা নামযজ্ঞ কর, ইহাই আমার ভিক্ষা।

পরিশিষ্ট।

উষা-কীর্ত্তন।

কি আছে তুলিতে নামের তুলনা
কি আছে এ হেন প্রাণারাম ?
নিগম-কলপ-পাদপ-নিকর-
গলিত ললিত রসাল নাম ॥

জপিতে জপিতে পরাণ ভিতরে
বিতরে অমিয়া অবিরাম।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে
হরে রাম হরে হরে রাম।

ভুবন মঙ্গল, পথের সম্বল
ত্রিতাপ-শীতলকারী নাম।
উচ্চ কণ্ঠে হায়, যদি কেহ গায়
লাগে বা কোথায় সরিত সাম ?

মধুর উষায় যেবা নাম গায়,
কেহ কি তাহার কভু রয় বাম ?
সদা সুখে রয়, ভুলে যায় ভয়
পদে পদে হয় পূর্ণ মনস্কাম।

ভুল না ভুল না, জপিতে ভুলনা
তুলনা তুলনা বিষয় নাম।
নামের হিল্লোলে, এ মহীমণ্ডলে
মিলে সুখ—মোক্ষ-শান্তিধাম।

সান্ধ্য কীর্ত্তন।

গাবে আনন্দ ভকতবৃন্দ
বন্দ শচী-নন্দন।
কর আরাধন অবিশ্রান্ত
সাধক-সুখ-সাধন॥

পদ্মনাভ হৃষিকেশ
ছদ্মবেশ-ধারণ।
যোগী-হৃদয় পাদপদ্ম
ভক্ত-সদ্ম-নর্ত্তন॥

গলিত হেম-দলিত কান্তি
ভ্রান্তিনিকর-নাশন।
প্রেমময় চিৎস্বরূপ
দামিনী দর্প-দমন॥

দীপ্ত সাঁঝের তৃপ্ত কিরণে
লিপ্ত জগমোহন।
অধরে আমরি নামের লহরী
কালকলুষ-শাসন॥

গায় লক্ষ রক্ষ রক্ষ
রক্ষ মধুসূদন।
পলে পলে নয়ন গলে
বল হে রাধারমণ?

নগর-কীর্ত্তন ।

বোল্ হরিবোল বাজা মাদল
মানব জনম সফল হ'বে ।
এ যে সব ধোঁকার টাটী খুটি নাটী
বল্ দেখি কে ক'দিন ভবে ?

আজো কি বাকি আছে দু'দিন অন্তে,
ধন পরিজন কোথায় রবে ।
বাঁধা যে লম্বা দড়ায় গোঁজের গোড়ায়
এড়াতে কি পার'ব তবে ।

গিয়েছো বিষম ভুলে ঈশান মুলে
আর কি মনে পড়্'ব কবে ?
এই বেলা স্পষ্ট স্পষ্ট রাধাকৃষ্ণ
বদন ভরে বল সবে ।

ভাবের চিত্র সুহৃৎ মিত্র
কেবা যে কার সঙ্গে ল'বে ?
শুনি শাস্ত্র মর্ম্ম কেবল ধর্ম্ম
একা তখন সঙ্গে রবে ॥

গিয়েছো মদ মজে সম্পদ সাজে
এ সব বাজে মনে হবে ।
ডুবিলে আয়ুসূর্য্য ভুজবীর্য্য
ইহাই কার্য্য বুঝ্'বে সবে ॥

নগর-কীর্ত্তন।

বোল হরিবোল বাজা মাদল
মানব জনম সফল হ'বে।
এ যে সব ধোঁকার টাটী খুটি নাটী
বল্ দেখি কে ক'দিন ভবে ?
আজো কি বাকি আছে দু'দিন অন্তে,
ধন পরিজন কোথায় রবে।
বাঁধা যে লম্বা দড়ায় গোঁজের গোড়ায়
এড়াতে কি পারবে তবে।
গিয়েছো বিষম ভুলে ঈশান মূলে
আর কি মনে পড়্‌বে কবে ?
এই বেলা স্পষ্ট স্পষ্ট রাধাকৃষ্ণ
বদন ভরে বল সবে।
ভাবের চিত্র সুহৃৎ মিত্র
কেবা রে কার সঙ্গে ল'বে ?
শুনি শাস্ত্র মর্ম্ম কেবল ধর্ম্ম
একা তখন সঙ্গে রবে॥
গিয়েছো মদ মজে সম্পদ সাজে
এ সব বাজে মনে হবে।
ভুলিলে আয়ুঃশৌর্য্য ভুজবীর্য্য
ইহাই কার্য্য বুঝ্‌বে সবে॥